গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
জননিরাপত্তা বিভাগ
রাজনৈতিক অধিশাখা-৬

শারদীয় দুর্গাপূজা-২০২০ উদ্‌যাপন উপলক্ষে পূজা মণ্ডপসমূহের নিরাপত্তা, আইনশৃঙ্খলা নিয়ন্ত্রণ, করোনা প্রতিরোধে করণীয় ও প্রাসঙ্গিক বিষয়ে অনুষ্ঠিত ভার্চুয়াল সভার কার্যবিবরণী।

সভাপতি	ঃ	আসাদুজ্জামান খান এমপি মাননীয় মন্ত্রী, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
সভার তারিখ ও সময়	ঃ	০৪ অক্টোবর ২০২০, বেলা ১২.০০ টা
সভার স্থান	ঃ	সম্মেলন কক্ষ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
সভায় উপস্থিত এবং ভার্চুয়াল পদ্ধতিতে সংযুক্ত ব্যক্তিবর্গের নাম ও পদবি	ঃ	পরিশিষ্ট-'ক'

সভাপতি সভায় উপস্থিত এবং অনলাইনে সংযুক্ত সবাইকে স্বাগত জানিয়ে সভার কাজ শুরু করেন। তিনি সভাকক্ষে উপস্থিত, অনলাইনে অংশগ্রহণকারী কর্মকর্তা এবং পূজা উদ্‌যাপন কমিটির নেতৃবৃন্দ ও সদস্যগণকে আসন্ন শারদীয় দুর্গাপূজার অগ্রীম শুভেচ্ছা জানিয়ে বলেন, প্রতি বছর শারদীয় দুর্গাপূজার পূর্বে আইনশৃঙ্খলা নিয়ন্ত্রণসহ সার্বিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করণ এবং শান্তিপূর্ণভাবে পূজা আয়োজন করার লক্ষ্যে সভা আয়োজন করা হয়েছে। এ বছর বিশ্বব্যাপী কোভিড ১৯ এর কারনে স্বাভাবিক জীবনযাত্রা ব্যাহত হওয়ায় এ বছর শারদীয় দুর্গাপূজার সকল অনুষ্ঠানাদিতে অধিক সচেতনতা অবলম্বন করতে হবে। কোভিড ১৯ এর কারনে পূজারী, ভক্তকূল এবং আগত দর্শনার্থীদের স্বাস্থ্য বিধি ও সামাজিক দূরত্ব মেনে পূজায় অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে হবে। ইতঃপূর্বে কোভিড ১৯ এর কারনে মুসলমানদের ধর্মীয় সকল অনুষ্ঠানাদি অত্যন্ত সীমিত পরিসরে ঘরোয়াভাবে পালন করা হয়েছে। পবিত্র ঈদ-উল-ফিতর, ঈদ-উল-আযহা, আশুরা ও জন্মাষ্টমীর অনুষ্ঠানও সীমিত করা হয়েছে। প্রতিবেশী রাষ্ট্র ভারতের পশ্চিমবঙ্গসহ অনেক রাজ্যে শারদীয় দুর্গাপূজার আচার অনুষ্ঠানাদি সীমিতভাবে আয়োজন ও পালনের লক্ষ্যে SOP (Standard Operating Procedure) তৈরী করা হয়েছে। তাই এ বছর সকলের মঙ্গলের জন্য পূজামণ্ডপের সংখ্যা কমিয়ে যতদূর সম্ভব ডিজিটাল পদ্ধতি ব্যবহার করে পূজা আয়োজনের উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।

২। সিনিয়র সচিব, জননিরাপত্তা বিভাগ সকলকে শারদীয় দুর্গাপূজার অগ্রীম শুভেচ্ছা জানিয়ে বলেন, বৈশ্বিক মহামারী কোভিড ১৯ এর কারণে প্রত্যেক ধর্মের ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদি সীমিত ভাবে পালন/উদ্‌যাপন করা হয়েছে। কোভিড ১৯ এর মধ্যেও সকলের ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টায় সরকার সমগ্র দেশের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখতে সক্ষম হয়েছে। সকলের সর্বসম্মত সিদ্ধান্তক্রমে অত্যন্ত সীমিত আকারে শারদীয় দুর্গাপূজা আয়োজন করতে হবে। প্রতিবেশী রাষ্ট্র ভারতে পূজামণ্ডপের সংখ্যা প্রায় ৪০% কমানো হয়েছে এবং SOP (Standard Operating Procedure) প্রস্তুত করা হয়েছে। পূজামণ্ডপসমূহ খোলা রাখা, চেকপোষ্ট বসানো এবং ২৫ জনের অধিক দর্শনার্থী/ভক্তের মণ্ডপে প্রবেশ সীমিত করা হয়েছে। ফেস মাস্ক পরিধান করা এবং স্বাস্থ্য বিধি না মানলে তাদেরকে পূজামণ্ডপে প্রবেশ করতে দেয়া হবে না মর্মে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে। তিনি হিন্দু সম্প্রদায়ের নেতৃবৃন্দ কর্তৃক নিরাপদে দুর্গাপূজা পালনের লক্ষ্যে গৃহীত পদক্ষেপসমূহ সভায় উপস্থাপনের অনুরোধ জানান।

৩। পুলিশ মহাপরিদর্শক বলেন, গতবছর শারদীয় দুর্গাপূজায় পূজামণ্ডপের সংখ্যা ছিল ৩০,১০০ (ত্রিশ হাজার একশত) টি। আসন্ন শারদীয় দুর্গাপূজায় মণ্ডপের সংখ্যা প্রায় ৩০,৭১০ (ত্রিশ হাজার সাতশত দশ)টি। গত ২০১৯ সালে সমগ্র দেশে অনুষ্ঠিত শারদীয় দুর্গাপূজার আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি স্বাভাবিক ও নিয়ন্ত্রণে রাখার জন্য প্রায় ১,২৫,০০০(এক লক্ষ পঁচিশ হাজার) পুলিশ সদস্য এবং ১,৮০,০০০ (এক লক্ষ আশি হাজার) আনসার ও ভিডিপি সদস্য দায়িত্ব পালন করেছে। কোভিড ১৯ এর কারনে এ বছর প্রত্যেকটি পূজামণ্ডপের জন্য সার্বক্ষণিক ভাবে দায়িত্ব পালনের লক্ষ্যে পৃথক পৃথকভাবে আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্য মোতায়েন করা সম্ভব হবে না। মোবাইল স্ট্রাইকিং ফোর্স হিসেবে আইনশৃঙ্খলা

স্বেচ্ছাসেবক নিয়োগ দিতে হবে। আনসার সদস্যসহ সকলকেই কোভিড ১৯ এর জন্য স্বাস্থ্য বিধি অনুসরণ করে দায়িত্ব পালন করতে হবে। কোভিড ১৯ এর সম্ভাব্য ২য় ধাপে আক্রান্তের সংখ্যা নিয়ন্ত্রণে রাখাসহ দেশবাসীর সকলের জন্য এ সকল পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।

৪। বাংলাদেশ পূজা উদযাপন পরিষদের সাধারণ সম্পাদক, জনাব নির্মল কুমার চ্যাটার্জি শারদীয় দুর্গাউৎসবের শুভেচ্ছা জানিয়ে বলেন, শারদীয় দুর্গাপূজা আয়োজনের সকল প্রস্তুতি সম্পন্ন হয়েছে। ইতোমধ্যে সারাদেশে অনেক মণ্ডপে প্রতিমা তৈরির কাজ প্রায় শেষ হয়েছে বিধায় পূজামণ্ডপের সংখ্যা কমানো সম্ভব নয়। যদি সরকার কর্তৃক পূর্ব থেকে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হত তা হলে পূজামণ্ডপের সংখ্যা কমানোর উদ্যোগ নেয়া সম্ভব হতো। তাই পূজামণ্ডপের সংখ্যা না কমিয়ে জনসাধারণের আগমন সীমিত করে পূজারী ও ভক্তদের স্বাস্থ্য বিধি মেনে চলা এবং অঞ্জলি প্রদানসহ পূজার মূল অনুষ্ঠানাদি ও কার্যক্রম ইলেকট্রনিক মিডিয়াতে সরাসরি সম্প্রচার করার ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য তিনি অনুরোধ জানান। কোন দুষ্কৃতকারী যাতে প্রতিমা ভাংচুরের মত অনাকাঙ্খিত কর্মকান্ড করতে না পারে সেজন্য গোয়েন্দা সংস্থাসমূহকে কড়া নজরদারি অব্যাহত রাখাসহ সার্বিক পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য তিনি অনুরোধ জানান। এছাড়া প্রতিটি পূজামন্ডপে নিজস্ব স্বেচ্ছাসেবক দল নিয়োগ এবং পর্যায়ক্রমে পাহারা প্রদানের ব্যবস্থা করা হবে মর্মে তিনি সভাকে অবহিত করেন। এ বছর পূজা উপলক্ষ্যে কোথাও কোন মেলা ও শোভাযাত্রার আয়োজন করা হবে না এবং প্রতিমা বিসর্জনকালেও কোন বড় ধরণের জনসমাগম করা হবে না।

৫। মহানগর সার্বজনীন পূজা উদযাপন কমিটির সভাপতি, সাবেক সচিব জনাব শৈলেন্দ্র নাথ মজুমদার বলেন, মাননীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী, আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্য এবং স্থানীয় প্রশাসনের আন্তরিকতায় ও ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় গত বছর শান্তিপূর্ণভাবে সারা দেশে শারদীয় দুর্গাপূজা অনুষ্ঠিত হয়েছে। এ জন্য তিনি সংশ্লিষ্ট সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ এবং কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেন। এ বছর বিশ্বব্যাপী কোভিড ১৯ মহামারীর কারনে পূজা উদ্‌যাপনে করণীয় নির্ধারণ করে স্বাস্থ্য বিধি মেনে চলার জন্য মহানগর সার্বজনীন পূজা উদযাপন কমিটি একটি নির্দেশনা তৈরি করেছে। যাতে সকল বিষয়ে পালনীয় ও করণীয় নির্ধারণ করে দেওয়া হয়েছে। মাননীয় সভাপতির প্রস্তাবমতে পূজামণ্ডপের সংখ্যা কমানো সম্ভব হবে না, তবে ভক্ত ও পূজারীদের পূজামণ্ডপে আগমন সীমিত করা যেতে পারে। বেসরকারি ইলেকট্রনিক মিডিয়ার সাথে আলাপ করে অঞ্জলি প্রদানের অনুষ্ঠানসহ অবশ্য পালনীয় কার্যক্রমসমূহ সরাসরি সম্প্রচার করা যেতে পারে। প্রতিমা বিসর্জনকালে সকল ধরণের শোভাযাত্রা নিষিদ্ধ করাসহ মেলার আয়োজন, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও অন্যান্য কার্যক্রম যা পূজা পালনের সাথে আবশ্যিক নয় এরূপ সকল অনুষ্ঠানাদি বন্ধ রাখা যেতে পারে এবং স্বাস্থ্য বিধি অনুসরণের জন্য কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে।

৬। সভায় উপস্থিত সচিব, সুরক্ষা সেবা বিভাগ; পুলিশ কমিশনার, ডিএমপি; অতিরিক্ত সচিব (রাজনৈতিক ও আইসিটি); অতিরিক্ত সচিব (পুলিশ ও এনটিএমসি) এবং অনলাইনে সভায় অংশগ্রহণকারী সচিব, ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়; সচিব, তথ্য মন্ত্রণালয়; সচিব, সমন্বয় ও সংস্কার, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ; প্রিন্সিপাল স্টাফ অফিসার, সশস্ত্র বাহিনী বিভাগ; মহাপরিচালক, আনসার ও ভিডিপি; বিজিবি; অতিরিক্ত পুলিশ মহাপরিদর্শক, এসবি; মহাপরিচালক, র‍্যাব; উপপুলিশ মহাপরিদর্শক, ঢাকা রেঞ্জ; প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন; প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন; জেলা প্রশাসক, ঢাকা; পুলিশ সুপার, ঢাকা; এনএসআই; ডিজিএফআই; স্থানীয় সরকার বিভাগ; বিদ্যুৎ বিভাগ এর প্রতিনিধিবৃন্দ এবং পূজা উদ্‌যাপন কমিটিসমূহের সংশ্লিষ্ট নেতৃবৃন্দ তাঁদের বক্তব্য উপস্থাপন করেন। পূজামণ্ডপের সংখ্যা কমিয়ে ডিজিটাল পদ্ধতিতে পূজার অঞ্জলি প্রদান সরাসরি সম্প্রচার করে পূজামণ্ডপে ভক্ত ও পূজারীদের আগমন সীমিত করা, স্বাস্থ্য বিধি অনুসরণ ও সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখে শারদীয় দুর্গাপূজা উদ্‌যাপনের জন্য সকলে একমত পোষণ করেন।

৭। সভায় বিস্তারিত আলোচনা শেষে সর্বসম্মতক্রমে নিম্নবর্ণিত সিদ্ধান্তসমূহ গৃহীত হয় ঃ

ক্রমিক	বিষয়	গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহ	বাস্তবায়নে
১.	বৈশ্বিক মহামারী কোভিড-১৯ এ যথাযথভাবে স্বাস্থ্য বিধি অনুসরণে করণীয়।	(ক) কোভিড ১৯ এর কারনে সমগ্র দেশে পূজামণ্ডপের সংখ্যা কমানোর জন্য পূজা উদ্‌যাপন পরিষদসহ সংশ্লিষ্ট সকলকে অনুরোধ জানানো হল। (খ) পূজামণ্ডপসমূহের প্রবেশ পথে সাবান পানি দিয়ে হাত ধোয়া এবং হ্যান্ড স্যানিটাইজার এর ব্যবস্থা রাখতে হবে। প্রয়োজনে প্রবেশ পথে থার্মাল স্ক্যানার দিয়ে তাপমাত্রা পরিমাপের ব্যবস্থা করতে হবে। (গ) পুরোহিত এবং উপস্থিত ভক্ত ও পূজারিগণের বাধ্যতামূলকভাবে মাস্ক পরিধান নিশ্চিত করতে হবে। (ঘ) সকল পূজামণ্ডপের জনসমাগম সীমিত রাখতে হবে এবং জীবানুণাশক অটো-স্প্রে মেশিন ব্যবহার করতে হবে। (ঙ) প্রতিমা বির্সজনকালে কোন ধরণের শোভাযাত্রার আয়োজন করা যাবে না। (চ) কোভিড ১৯ এর মধ্যে শারদীয় দুর্গাপূজা যথাযথভাবে উদযাপনের লক্ষ্যে পুলিশ অধিদপ্তর কর্তৃক SOP (Standard Operating Procedure) প্রস্তুত করা হবে। সকল পূজামণ্ডপ কর্তৃপক্ষকে উক্ত SOP (Standard Operating Procedure) অনুসরণ করতে হবে।	তথ্য মন্ত্রণালয়/স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়/ধর্ম মন্ত্রণালয়/ পুলিশ অধিদপ্তর/ ইসলামিক ফাউন্ডেশন/ স্বাস্থ্য অধিদপ্তর/ সিটি কর্পোরেশন (সকল)/জেলা প্রশাসক (সকল)/ সংশ্লিষ্ট পূজা উদ্‌যাপন কমিটি।
২.	পূজা মণ্ডপগুলো সার্বক্ষনিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করণ	(ক) কোভিড ১৯ এর জন্য সারাদেশে শারদীয় দূর্গাপূজা চলাকালীন পূজামণ্ডপ ও পার্শ্ববর্তী এলাকায় মণ্ডপভিত্তিক আইনশৃঙ্খলা বাহিনী মোতায়েন করা হবে না। মোবাইল স্ট্রাইকিং ফোর্স হিসেবে তারা টহল দায়িত্ব পালন করবেন। (খ) সীমান্ত এলাকায় স্থাপিত পূজামণ্ডপসমূহের সার্বিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য বিজিবিকে সতর্কতামূলক কার্যক্রম/পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। অনুরূপভাবে উপকূলীয় এলাকায় বাংলাদেশ কোস্টগার্ড প্রয়োজন হলে সহায়তা প্রদান করবে। (গ) প্রত্যেকটি পূজামণ্ডপ এর ব্যবস্থাপনা কমিটি কর্তৃক নিজ নিজ উদ্যোগে নিরাপত্তার ব্যবস্থা করতে হবে। নিজস্ব স্বেচ্ছাসেবক দল নিয়োজিত করতে হবে। (ঘ) বড় বড় পূজা মণ্ডপসমূহে র‍্যাব ও পুলিশের বিশেষ টহল এবং নজরদারির ব্যবস্থা করতে হবে। (ঙ) পূজামণ্ডপসমূহে সিসি ক্যামেরা, হ্যান্ড মেটাল ডিটেক্টর ও আর্চওয়ে স্থাপনের ব্যবস্থা রাখতে হবে। পূজামণ্ডপে স্থাপিত সিসি ক্যামেরায় ধারণকৃত ভিডিও ফুটেজ রেকর্ড ও সংরক্ষণ করতে হবে। (চ) পূজামণ্ডপের সার্বক্ষনিক সার্বিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে নিয়োজিত আনসার সদস্য/নিরাপত্তা কর্মীরা অন্যান্য আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর ন্যায় স্ট্রাইকিং ফোর্স হিসেবে দায়িত্ব পালন করবে।	পুলিশ অধিদপ্তর/কোস্টগার্ড/ বিজিবি/র‍্যাব/ ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স/ আনসার ও ভিডিপি/এসবি/ এনএসআই/পুলিশ কমিশনার (সকল)/সংশ্লিষ্ট পূজা উদ্‌যাপন কমিটি।

		(ছ) প্রতিমা বিসর্জন এলাকা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখাসহ সংশ্লিষ্ট এলাকার সড়কে পর্যাপ্ত সড়ক বাতির ব্যবস্থা করতে হবে। (জ) প্রতিমা বিসর্জনকালে কোন র‍্যালী বা শোভাযাত্রা করা যাবে না।	
৩.	স্বেচ্ছাসেবক নিয়োজিতকরণ	(ক) সংশ্লিষ্ট পূজা উদ্‌যাপন কমিটিসমূহ কর্তৃক পূজামণ্ডপের নিরাপত্তা বিধানে প্রয়োজনীয় সংখ্যক স্বেচ্ছাসেবক নিয়োজিত করার ব্যবস্থা করতে হবে। স্বেচ্ছাসেবকদেরকে আবশ্যিকভাবে আর্ম-ব্যান্ড পরিধান ও পরিচিতি কার্ড গলায় ঝুলিয়ে রাখার জন্য নির্দেশনা প্রদান করতে হবে। প্রযোজ্য ক্ষেত্রে নারী দর্শনার্থীদের দেহ তল্লাশির জন্য নারী স্বেচ্ছাসেবক নিয়োজিত করতে হবে। (খ) পূজা উদ্‌যাপন কমিটি নিজ ব্যবস্থাপনায় পূজামণ্ডপের নিরাপত্তা নিশ্চিত করবে।	পুলিশ অধিদপ্তর/আনসার ও ভিডিপি অধিদপ্তর/পুলিশ কমিশনার (সকল মেট্রোপলিন)/জেলা প্রশাসক (সকল)/ সংশ্লিষ্ট পূজা উদ্‌যাপন কমিটি।
৪.	পূজামণ্ডপে আগত শিশু ও নারী দর্শনার্থীদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করণ	(ক) স্থানীয় বখাটে কর্তৃক পূজামণ্ডপে আগত নারী ও শিশুদের উত্যক্ত করা, ইভটিজিং, মাদক সেবন ইত্যাদি রোধে প্রয়োজনীয় কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। (খ) প্রতিটি পূজামণ্ডপে পুরুষ ও মহিলাদের জন্য পৃথক পৃথক প্রবেশ ও নির্গমন পথ রাখতে হবে। (গ) পূজামণ্ডপের আশে-পাশে ও প্রতিমা বিসর্জনের স্থানসমূহে কোথাও আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি ঘটলে বা অনাকাঙ্ক্ষিত কোন ঘটনা ঘটলে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য পূজামণ্ডপ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক তাৎক্ষণিকভাবে স্থানীয় আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীকে অবহিত করতে হবে।	সুরক্ষা সেবা বিভাগ/পুলিশ অধিদপ্তর/বিভাগীয় কমিশনার(সকল)/ডিআইজি, (সকল) রেঞ্জ/জেলা প্রশাসক (সকল)/সিটি কর্পোরেশন (সকল)/পৌরসভা (সকল)/পুলিশ সুপার (সকল) /সংশ্লিষ্ট পূজা উদ্‌যাপন কমিটি
৫.	দুর্ঘটনারোধে ব্যবস্থা গ্রহণ ও উদ্ধার কার্যক্রম গ্রহণ	(ক) পূজামণ্ডপে অগ্নিকাণ্ডসহ অন্যান্য যে কোন দুর্ঘটনারোধে সংশ্লিষ্ট সকলকে দ্রুত কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য অনুরোধ করা হল। (খ) বিজয়া দশমীর দিনে প্রতিমা বিসর্জনের স্থানে ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্সের ডুবুরি দল/নৌ-পুলিশ/কোস্টগার্ড এর ডুবুরী দলকে প্রস্তুত রাখতে হবে। সন্ধ্যা ০৬ (ছয়) টার মধ্যে বিসর্জন কার্যক্রম শেষ করার জন্য অনুরোধ করা হল। (গ) পূজামণ্ডপ কর্তৃপক্ষকে প্রত্যেক পূজামণ্ডপে স্থানীয় প্রশাসন, থানা, পুলিশ ফাঁড়ি এবং ফায়ার সার্ভিসের টেলিফোন নম্বর/মোবাইল নম্বর সংরক্ষণ করতে হবে এবং উহা দৃশ্যমান ভাবে ঝুলিয়ে রাখতে হবে। (ঘ) যে কোন সমস্যায় ৯৯৯ নম্বরে ফোন করার জন্য অনুরোধ করা হল।	ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর/নৌ পুলিশ/সংশ্লিষ্ট পূজামন্ডপ কর্তৃপক্ষ
৬.	বিদ্যুৎ সরবরাহ স্বাভাবিক রাখা	(ক) শারদীয় দুর্গাপূজা চলাকালে ঢাকাসহ সারা দেশে বিশেষ করে পূজামণ্ডপ এলাকায় নিরবিচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহ নিশ্চিত করার পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। এ বিষয়ে বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড, পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড, ডিপিডিসি, ডেসকো ও ওয়েস্ট জোন পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানীসহ বিদ্যুৎ সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ এবং জেলা প্রশাসনকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুরোধ করা হল।	পুলিশ অধিদপ্তর/স্থানীয় সরকার বিভাগ/বিদ্যুৎ বিভাগ/ পুলিশ কমিশনার (সকল)/ জেলা প্রশাসক (সকল) /সংশ্লিষ্ট পূজা উদ্‌যাপন কমিটি/ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর

		(খ) বিদ্যুতের বিকল্প ব্যবস্থা হিসেবে পূজামণ্ডপ কর্তৃপক্ষকে নিজ নিজ পূজামণ্ডপে জেনারেটর এর ব্যবস্থা রাখার জন্য অনুরোধ করা হল। (গ) বিদ্যুতের ত্রুটিপূর্ণ সংযোগ থেকে বা অন্য কোন কারণে যেন কোন প্রকার অগ্নিকাণ্ড কিংবা দুর্ঘটনা ঘটতে না পারে সে বিষয়ে সংশ্লিষ্টদেরকে আগাম সতর্কতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	
৭.	যানজট নিরসনে ব্যবস্থা গ্রহণ	(ক) দুর্গাপূজাকে কেন্দ্র করে রাজধানীর বিশেষ করে পুরান ঢাকা, নবাবপুর রাস্তাসহ সারাদেশের পূজামণ্ডপ এলাকার গুরুত্বপূর্ণ স্থান যাতে যানজটের সৃষ্টি না হয় সে লক্ষ্যে পূর্ব থেকেই প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি গ্রহণ করতে হবে। (খ) পূজামণ্ডপের আশেপাশে রাস্তার উপরে অবৈধ দোকান-পাট ও স্থাপনা উচ্ছেদ কার্যক্রম এবং রাস্তার উপরে অবৈধভাবে কেউ যাতে গাড়ি পার্ক করতে না পারে সে লক্ষ্যে স্থানীয় আইন-শৃঙ্খলা বাহিনী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। (গ) কোভিড ১৯ এর কারনে পূজা উপলক্ষে কোথাও মেলা কিংবা অন্য কোন অনুষ্ঠানের আয়োজন করা যাবে না।	স্থানীয় সরকার বিভাগ/ পুলিশ অধিদপ্তর/পুলিশ কমিশনার (সকল)/ জেলা প্রশাসক (সকল) পুলিশ সুপার (সকল)/ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন/ ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন/সংশ্লিষ্ট পূজা উদ্‌যাপন কমিটি
৮.	দুর্গাপূজায় বিঘ্ন সৃষ্টিকারী ও দুষ্কৃতকারীদের অশুভ তৎপরতা রোধে ব্যবস্থা গ্রহণ	(ক) শারদীয় দুর্গাপূজায় বিঘ্ন সৃষ্টিকারী ও দুষ্কৃতকারীদের অশুভ তৎপরতার রোধে কঠোর আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। (খ) কোন দুষ্কৃতকারী পূজামণ্ডপ এলাকায় বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করলে তাৎক্ষণিকভাবে তাকে গ্রেফতার করে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর নিকট সোপর্দ করার জন্য সংশ্লিষ্টদের অনুরোধ করা হল।	পুলিশ অধিদপ্তর/বিজিবি/ আনসার ও ভিডিপি/ র‍্যাব/এসবি/এনএসআই/ বিভাগীয় কমিশনার (সকল)/ জেলা প্রশাসক (সকল)/ পুলিশ সুপার (সকল)
৯.	রাস্তাঘাট সংস্কার/মেরামত করণ	পূজামণ্ডপের আশেপাশের ডাস্টবিন, রাস্তা, ড্রেন, নালা, পুকুর এবং প্রতিমা বিসর্জনের জন্য ব্যবহৃত সড়ক বিশেষ করে পুরান ঢাকার ওয়াইজঘাট, নবাবপুর, রামকৃষ্ণ মন্দির ও জয়কালী মন্দিরে যাতায়াতের রাস্তায় প্রয়োজনীয় মেরামত ও সংস্কারের ব্যবস্থা করতে হবে। প্রতিমা বিসর্জন কালে সংশ্লিষ্ট সড়ক ও ঘাটের পার্শ্ববর্তী এলাকার দোকান-পাট বন্ধ রাখতে হবে।	স্থানীয় সরকার বিভাগ/সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ/ পুলিশ অধিদপ্তর/ ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর/ সিটি কর্পোরেশন (সকল)/ পৌরসভা (সকল)
১০.	নিয়ন্ত্রণ কক্ষ স্থাপন	(ক) পুলিশ সদর দপ্তর, বিভাগীয় পর্যায়ে বিভাগীয় কমিশনারের কার্যালয়, মেট্রোপলিটন এলাকায় পুলিশ কমিশনারের কার্যালয়, জেলা সদরে জেলা প্রশাসক, পুলিশ সুপারের কার্যালয় এবং উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কার্যালয় ও থানায় একটি করে নিয়ন্ত্রণ কক্ষ স্থাপন করতে হবে। এ নিয়ন্ত্রণ কক্ষের টেলিফোন নম্বর পূজা উদ্‌যাপন কমিটি ও সংশ্লিষ্টদের অবহিত করতে হবে। (খ) স্থানীয়ভাবে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতির সংবাদ পাওয়া মাত্র নিয়ন্ত্রণ কক্ষ থেকে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীকে তৎক্ষণাৎ উহা অবহিত করতে হবে।	পুলিশ অধিদপ্তর/পুলিশ কমিশনার (সকল মেট্রোপলিটন)/ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স/ জেলা প্রশাসক (সকল)/ পুলিশ সুপার (সকল)

১১.	বিবিধ	(ক) পূজামণ্ডপসহ প্রতিমা নির্মাণ এর স্থানগুলোতে পূর্ব হতেই নজরদারী বৃদ্ধির জন্য আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করবে। (খ) সন্ধ্যায় পাড়া ও মহল্লায় শারদীয় দুর্গাপূজা অনুষ্ঠান চলাকালে ভীড় ও অনাকাঙ্ক্ষিত পরিস্থিতি এড়ানোর জন্য আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীকে অতিরিক্ত টহলের ব্যবস্থা করতে হবে। (গ) নিরাপত্তার স্বার্থে সহজে যাতায়াত করা যায় এমন স্থানে পূজামণ্ডপ স্থাপন করার জন্য সংশ্লিষ্টদের অনুরোধ করা হল। (ঘ) আযান ও নামাজের সময়ে মসজিদ পার্শ্ববর্তী পূজামণ্ডপগুলোতে পূজা চলাকালে এবং বিসর্জনকালে শব্দ যন্ত্রের ব্যবহার সীমিত রাখা ও উচ্চস্বরে শব্দযন্ত্র ব্যবহার না করার জন্য সংশ্লিষ্টদের অনুরোধ করা হল। (ঙ) পূজামণ্ডপে জনসমাগম কমানোর জন্য অঞ্জলি প্রদান অনুষ্ঠানসহ অবশ্য পালনীয় আচার-অনুষ্ঠানাদি ইলেকট্রনিক মিডিয়াতে সরাসরি সম্প্রচার করার জন্য পূজা উদ্‌যাপন কমিটিসমূহকে নিজস্ব উদ্যোগে ব্যবস্থা গ্রহণের অনুরোধ করা হল! (চ) বাংলাদেশ টেলিভিশনসহ তথ্য মন্ত্রণালয়ে আওতাধীন ইলেকট্রনিক মিডিয়াসমূহ যাতে অঞ্জলি প্রদান অনুষ্ঠানসহ অবশ্য পালনীয় অনুষ্ঠানাদি সরাসরি সম্প্রচার করে উহার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য তথ্য মন্ত্রণালয়কে অনুরোধ করা হল। (ছ) কোভিড ১৯ এর কারনে জনসমাগম সীমিতকরণসহ অন্যান্য নির্দেশাবলী গণমাধ্যমসমূহে ব্যাপক প্রচারের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা করার জন্য পূজা উদ্‌যাপন কমিটির প্রতিনিধিসহ সংশ্লিষ্টদের অনুরোধ করা হল। (জ) পূজামণ্ডপের কমিটি ও পরিষদের নেতৃবৃন্দকে বেসরকারি টিভি চ্যানেলসমূহের সাথে আলোচনা পূর্বক মিডিয়া পার্টনার হিসেবে নিয়োজিত করে অঞ্জলি প্রদানসহ অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ আচার-অনুষ্ঠানাদি সরাসরি সম্প্রচারের ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুরোধ করা হল।	তথ্য মন্ত্রণালয়/পুলিশ অধিদপ্তর/র‍্যাব/ পুলিশ কমিশনার (সকল)/ বিভাগীয় কমিশনার (সকল)/জেলা প্রশাসক (সকল)/ পুলিশ সুপার (সকল)/ সংশ্লিষ্ট পূজা উদ্‌যাপন কমিটি

৮। পরিশেষে বৈশ্বিক মহামারী কোভিড-১৯ এর ঝুকি মোকাবেলায় যথাযথভাবে স্বাস্থ্য বিধি অনুসরণ ও সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখে পূজামণ্ডপের সংখ্যা কমিয়ে ডিজিটাল পদ্ধতিতে পূজার আচার অনুষ্ঠানাদি সম্প্রচারের মাধ্যমে আসন্ন শারদীয় দুর্গাপূজা উদ্‌যাপনে সকলের ঐকান্তিক সহযোগিতা কামনা করে সভাপতি সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

স্বাক্ষরিত/-
তারিখ-০৭/১০/২০২০
(আসাদুজ্জামান খান)
মন্ত্রী
স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়।

স্মারক নং--৪৪.০০.০০০০.০৭৯.১০.০০২.১৩-২৮৩

তারিখঃ ২২ আশ্বিন ১৪২৭
০৭ অক্টোবর ২০২০

বিতরণঃ (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়)

১। মন্ত্রিপরিষদ সচিব, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
২। সিনিয়র সচিব/সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ/সুরক্ষা সেবা বিভাগ /বিদ্যুৎ বিভাগ/স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ/ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়/তথ্য মন্ত্রণালয়, ঢাকা
৩। প্রিন্সিপাল স্টাফ অফিসার, সশস্ত্র বাহিনী বিভাগ, সেনা সদর, ঢাকা।
৪। পুলিশ মহাপরিদর্শক, পুলিশ অধিদপ্তর, ঢাকা।
৫। মহাপরিচালক, কোস্টগার্ড/আনসার ও ভিডিপি/বিজিবি/র‍্যাব/এনএসআই/ডিজিএফআই/ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স, ঢাকা ।
৬। অতিরিক্ত সচিব (সকল), জননিরাপত্তা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
৭। বিভাগীয় কমিশনার, ----------------------(সকল)।
৮। অতিরিক্ত পুলিশ মহাপরিদর্শক, এসবি, মালিবাগ, ঢাকা।
৯। পুলিশ কমিশনার, --------------------------------(সকল মেট্রোপলিটন)।
১০। প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন/ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন।
১১। মহাপরিচালক, ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ঢাকা।
১২। মহাপরিচালক, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, ঢাকা।
১৩। ডিআইজি, ঢাকা রেঞ্জ/নৌ-পুলিশ, ঢাকা।
১৪। জেলা প্রশাসক, ------------------------------(সকল)।
১৫। পুলিশ সুপার, ---------------------------------(সকল)।
১৬। পৌরসভা, -----------------------------------(সকল)।

বিতরণঃ বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ/অন্যান্য সংস্থাসমূহ (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়)

১। সভাপতি/সাধারণ সম্পাদক, বাংলাদেশ হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রীষ্টান ঐক্য পরিষদ, কেন্দ্রীয় কার্যালয় "পল্টন টাওয়ার" স্যুট নং-৩০৫, ৪র্থ তলা, ৮৭ পুরানা পল্টন লাইন, ঢাকা।
২। সভাপতি/সাধারণ সম্পাদক, বাংলাদেশ পূজা উদযাপন পরিষদ, ঢাকেশ্বরী মন্দির, লালবাগ, ঢাকা।
৩। সভাপতি, রমনা কালী মন্দির পূজা উদ্‌যাপন কমিটি, রমনা, ঢাকা।
৪। সভাপতি/সাধারণ সম্পাদক, ঢাকা মহানগর সার্বজনীন পূজা উদ্‌যাপন কমিটি, ঢাকেশ্বরী মন্দির, লালবাগ, ঢাকা।
৫। ভাইস চেয়ারম্যান, হিন্দু ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট, পরীবাগ, ঢাকা।
৬। সচিব, হিন্দু ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট, পরীবাগ, ঢাকা।
৭। --।

অনুলিপিঃ

১। মাননীয় মন্ত্রীর একান্ত সচিব, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, ঢাকা ।
২। সিনিয়র সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, জননিরাপত্তা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
৩। অতিরিক্ত সচিব (রাজনৈতিক ও আইসিটি) এর ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, জননিরাপত্তা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
৪। অতিরিক্ত সচিব (রাজনৈতিক-১) এর ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, জননিরাপত্তা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, ঢাকা।

৭.১০.২০২০

(শাহে এলিদ মাইনুল আমিন)
সিনিয়র সহকারী সচিব
ফোনঃ ৯৫৭৬৩৩৮
political6.mha@gmail.com